দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

16

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ নিরক্ষরতা

দেশে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। সকলেই শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদাই স্বীকার করেছেন। শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ড্রপ আউটদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামগ্রিকভাবে দেশে নিরক্ষর লোকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ছাড়া আশা-ব্যঞ্জক কিছু ঘটেনি। শিক্ষার প্রসার ও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারে বহু কর্মসূচী ও পরিকল্পনা ইতিপূর্বে গহীত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা কতটা সার্থক হয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়। দেশে এখনো যেখানে শতকার প্রায় ৮—০ জন মানুষ নিরক্ষর সেখানে বছরে কম করে আরো পৌনে এক কোটির মত মানুষকে নিরক্ষরদের তালিকায় যুক্ত করার মত ঘটনাকে ভয়াবহ বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেবল শ্লোগান বা বক্তৃতার বিষয়ে পরিণত হলে প্রকৃত অর্থে আশান্বিত হওয়ার মত কিছু ঘটবে না। দেশে শতকরা ২০ জন শিক্ষিতের হারকে আমরা দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই হার যে আদৌ কোন অগ্রগতি নয়—এ কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। নিরক্ষরতা দেশ ও সমাজের জন্য অভিশাপ। দেশ হতে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের সংকট মোচন করে সকলের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ আসলে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক সচেতনতাবোধের উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। ব্যাপক দারিদ্র্যতা ও অভাব-অনটনের দরুনই বহু সঙ্গতিহীন অভিভাবকই তাদের স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে রোজগারের জন্য সাংসারিক কাজে লাগাতে বাধ্য হন। এর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষাক্ষেতের ব্যয় ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বৃদ্ধির সমস্যা। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দেশে শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা বিস্তারের মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)